দৈনিক খবর

তারিখ 10 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

'ঢাকার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের স্থান নেই

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

" বর্তমানে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্ভবতঃ একমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, আঞ্চলিকতা ও স্বৈরাচারের কোনো স্থান নেই। আর এ কারণেই সম্ভবতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃপুনঃ বহিঃশক্তির সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ষাটের দশকের মতো আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেই, তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে রণাঙ্গনে পরিণত করা হয় কেনো বারবার? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসের লক্ষ্যবস্তু করে রাখার কারণ কি এই যে, '৫২ থেকে '৭১ সালে যা ঘটেছিলো যেনো তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্যই কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ সন্ত্রাসের শিকার?"

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর শিশু মিলনায়তনে যাদুঘর আয়োজিত 'ঢাকার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' সম্পর্কিত সপ্তাহব্যাপী সিম্পোজিয়ামের ৫ম অধিবেশনে 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়–এর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম এ কথা বলেন।

এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ–এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ শামস–উল হক। অধিবেশনে নিতাই দাস ' ঢাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন', কায়সুল হক 'ঢাকার যাদুঘরসমূহঃ ঢাকার সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যাদুঘরের ভূমিকা,' ডঃ খন্দকার মাহবুবুল করিম 'ঢাকার ইতিহাসের তথ্য সংরক্ষণ' ও ফজলে রাব্বী 'ঢাকার মুদ্রণ, প্রকাশনা ও গ্রন্থাগারঃ অতীত বর্তমান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধসমূহের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, বেগম সালমা খান, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সন্তোষ গুপ্ত। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের মহা–পরিচালক ডঃ এনামুল হক স্বাগত ভাষণ দেন।

প্রফেসর রফিকুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির শুরু থেকেই মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিরাজমান ছিলো, যার কৃতিত্ব উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষকদেরই প্রাপ্য। যেমন মুসলিম হলের প্রথম প্রভোষ্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান চ্যান্সেলর স্যার এ এফ রহমান তাঁর সম্পর্কে ইংরেজীর অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার গুহ 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে লিখেছেনঃ 'কিন্তু হার্ট সাহেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ হলো এ এফ রহমানকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রথম প্রভোষ্ট–এর পদে প্রতিষ্ঠিত করা। এ এফ রহমানের মতো উদারচেতা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হতেবিমুক্ত এক বিরাট ব্যক্তির প্রভাবে মুসলমান ছাত্রদের মনে হিন্দু বিরোধী কোনো চিন্তা প্রবেশ করতে পারলো না'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ ও ত্রিশের দশকে যে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্ত বুদ্ধির পরিবেশ ছিলো তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালিরঞ্জণ কানুন গো'র রবীন্দ্র পুরস্কার (১৩৭৩) প্রাপ্ত রাজস্থান কাহিনী গ্রন্থের (১৩৭২) প্রারম্ভিক মন্তব্য 'আমি প্রায় একুশ বছর (১৯২৭–৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান ছাত্রকে ইসলাম ধর্ম ও খেলাফতের ইতিহাস পড়িয়েছি। মন–প্রাণ দিয়ে ইসলামের সংস্কৃতি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে মারহাবা (সাধুবাদ) পেয়েছি। মন–প্রাণ দিয়ে ইসলামের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে আমার ধারণা হয়েছে মুসলমানদেরই সত্যিকার ঐতিহাসিক সাহিত্য আছে– যার তুলনায় হিন্দুর কিছুই নেই বললেই হয়। এই ইসলামেই রয়েছে ঐতিহাসিক সাহিত্য–– কল্পনাতীত বিরাট এবং বৈচিত্র্যময়'।

রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ছিলো। সে কারণে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড জন্মলগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ছিলো।

'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের গৌরবময় বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। বায়ান্ন সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংগালী জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং বাংগালী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বপ্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাংগালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন অদ্যাবধি হয়নি। ঐ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি শুরু হবার পূর্বেই পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে একাত্তুরের পরাজিত শক্তি পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ঢাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন

'ঢাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রন্থকার নিতাই দাস বলেন, ঢাকার প্রাচীন আমলে শিক্ষা কিভাবে শুরু হয়েছিলো কিংবা তার ধরন কেমন ছিলো তার কোনো প্রামাণ্য দলিল উত্তরকালের জন্য রক্ষিত হয়নি। শুধু ঢাকা কোন, বৃহত্তর বাংলাসহ পৃথিবীর বিশাল জনপদের চেহারাই ছিলো অনুরূপ ধরনের। পূর্ব পুরুষের শিক্ষা কিভাবে শুরু হয়েছিলো কিংবা তার বিবর্তন কিভাবে ঘটলো তার প্রামাণ্য তথ্য উত্তর পুরুষের কাছে স্বচ্ছ করার কোনো ব্যবস্থা থাকেনি। তাবে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে, 'বিক্রমপুর বিহার' নামে একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেটি নির্মিত হয়েছিলো পাল আমলে। অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোর মতো এখানেও শিক্ষাদান করা হতো বলে মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বৌদ্ধ বিহারে ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক, পালি ভাষা, চিকিৎসা, চিত্রকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুগৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতো। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ও উচ্চ শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা, বেদ, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিই ছিলো মূল পাঠ্য বিষয়। ঢাকার এই জাতীয় প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনটি তা' অবশ্য চিহ্নিত করা কঠিন। প্রবন্ধে বলা হয়, ঢাকার শিক্ষার ঐতিহ্য দীর্ঘকালীন এবং বিচিত্র বর্ণা। সারা দেশের মতো রাজধানী ঢাকাতেও সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। এখানে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ আছেন, যারা নিজেরা যেমন নিরক্ষর, ঠিক তেমনি তাদের সন্তানদের জন্যে নেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। তিলোত্তমা ঢাকার জন্য এই বিষয়টি দগদগে ঘা–এর মতোই বিরাজ করছে।

ঢাকার ইতিহাসের তথ্য সংরক্ষণ

'ঢাকার ইতিহাসের তথ্য সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ খোন্দকার মাহবুবুল করিম বলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে নগর হিসেবে ঢাকা খুব বেশী প্রাচীণত্যের দাবী রাখে না। তবে এ অঞ্চলের হিন্দু ও তৎপরবর্তী আমলের গৌরবময় ইতিহাসকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। নগর হিসেবে ঢাকার ইতিহাস মুঘল আমলের প্রথম থেকে শুরু। ঢাকার ইতিহাসের উপকরণসমূহ এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নব প্রজন্মের সামনে ঢাকা শহরের বৈচিত্রময় ইতিহাস তুলে ধরা একটি নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঢাকার মুদ্রণ, প্রকাশনা ও ঢাকার গ্রন্থাগার অতীত বর্তমান

'ঢাকার মুদ্রণ, প্রকাশনা ও ঢাকার গ্রন্থাগারঃ অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক প্রবন্ধে ফজলে রাব্বী বলেন, মুদ্রিত বইয়ের সংগে ঢাকাবাসীর পরিচয় কবে থেকে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। তবে ঢাকায় প্রথম ইউরোপীয় মডেলে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৯ সালে চক–বাজারের কাছে ছোট কাটরা ভবনে। অনুমান করা যায়, উনবিংশ শতাব্দির শুরুতেই ঢাকায় মুদ্রিত বইয়ের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। যদিও তা সীমিতভাবে। ১৮২৬ সালে ঢাকায় বিভিন্ন স্কুলে সরকারী অনুদানের সংগে বই সরবরাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিম্পোজিয়ামের ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং সপ্তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোকাম্মেল হক।

সন্ধ্যায় যাদুঘর প্রাঙ্গণে ঢাকা মহানগর বিষয়ক জারী ও কবিগানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকার যাদুঘরসমূহঃ ঢাকার সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যাদুঘরের ভূমিকা

'ঢাকার যাদুঘরসমূহঃ ঢাকার সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যাদুঘরের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে কায়সুল হক বলেন, আমরা হাজার হাজার বছরের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অধিকারী এক নবীন জাতি। আমাদের যাদুঘরের সংগৃহীত নিদর্শনসমূহ আমাদের চেতোদ্ধান করে। আর এই চৈতণ্যের আলো জ্বালিয়ে রাখে যে শিক্ষা তা আমাদের পেতে হলে যাদুঘরে আসতেই হবে। তিনি বলেন, দেশ ভ্রমণের ফলে যে আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ হয়, একটি দেশের জাতীয় যাদুঘর থেকে পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশী। ঢাকার যাদুঘর এখন জাতীয় যাদুঘর। ১৯১৩ সালে পন্ডিত প্রবর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রতিষ্ঠা পর্বে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বলেই তিনি যাদুঘরের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ডঃ এনামুল হক ১৯৬৫ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসেবে নিবেদিত থেকে যে কার্যাদি সম্পন্ন করে আন্তর্জাতিক মানের যাদুঘরে পরিণত করেছেন। তার এই কাজের জন্য দেশবাসী চিরদিন তাঁকে স্মরণ করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।